RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি
আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের
contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা,
7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি
আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের
contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা,
7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ১০, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৬ মে - ২৯ মে, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 10, Cooch Behar, Friday, 16 May - 29 May, 2025, Pages: 8, Rs. 3

মেধা তালিকায় মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের তিন

ঐশিকী দাস

ঐশিকী দাস

লীনা দাস

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: এবারে উচ্চমাধ্যমিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কোচবিহারের মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল। ওই স্কুলের তিন ছাত্রী রয়েছে রাজ্যের মেধা তালিকায়। তাঁর মধ্যে পঞ্চম হয়েছে ঐশিকী দাস। কৃষ্টি সরকার ও লীনা দাস রয়েছে অষ্টম স্থানে। ঐশিকী প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। বরাবর স্কুলের ভালো ছাত্রী সে। তাঁর বাড়ি কোচবিহার শহর লাগোয়া টাকাগাছে। তাঁর বাবা মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকতা করেন। মেধা তালিকায় তাঁর নাম থাকতে পারে আশা করেছিলেন শিক্ষকরা। তা পূরণ হওয়ায় খুশি হয়েছেন প্রত্যেকে। আগামীতে রসায়ন নিয়ে গবেষণা করতে চায় ঐশিকী। সে জানায়, নয় জন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনো করত সে। এর বাইরে কোনও অসুবিধে হলে স্কুলের শিক্ষকদেরও সহায়তা নিত। এদিন ফল জানার জন্যে সকাল থেকেই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ফল ঘোষণার সময় ভাইয়ের সঙ্গে খেলার আনন্দে ছিল। সেই সময় জানতে পারে তাঁর পঞ্চম হওয়ার কথা। ঐশিকী বলে, "ভালো ফল হবে জানতাম। কিন্তু মেধা তালিকার পঞ্চম স্থানে নাম থাকবে ভাবিনি। খুব খুশি হয়েছি। সবার সহযোগিতার জন্য ভালো ফল করতে পেরেছি।" তাঁর বাবা শঙ্কর দাস ও নমিতা দাস বলেন, "মেয়ে বরাবর পড়াশুনোতে ভালো। তাঁকে কখনও পড়তে বসার কথা বলতে হয়নি। খুব খুশি হয়েছি। আগামীতে যাতে আরও এগিয়ে যেতে পারে সে চেষ্টা করব।" ওই স্কুল থেকে অষ্টম হয়েছে কোচবিহার শহর লাগোয়া শিবযজ্ঞ রোডের বাসিন্দা কৃষ্টি সরকার। কৃষ্টিও স্কুলে বরাবর ভালো ফল করত। আগামীদিনে ডাক্তার হতে চায় কৃষ্টি। সে জানায়, সাতজন গৃহশিক্ষক ছিল তাঁর। পড়াশোনায় সেও খুব ভালো ছিল। তাঁর ওই ফলে খুশি গোটা এলাকার মানুষ। ওই স্কুল থেকে অষ্টম তালিকায় নাম রয়েছে লীনা দাসের। লীনার বাড়ি পূর্ব খাগরাবাড়িতে। লীনাও বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায়। সে বলে, "ভাবতে পারিনি মেধা তালিকায় থাকব। খুব ভালো লাগছে।" পড়াশুনোর ফাঁকে লীনা টেলিভিশন দেখতে খুব ভালোবাসতো। সে জন্য তাঁর বাবা একবছর টেলিভিশন বন্ধ করে রেখেছিলেন। ওই স্কুলের শিক্ষক মানস ভট্টাচার্য বলেন, "তিন ছাত্রী পড়াশুনোয় বরাবর ভালো ছিল। ভালো ফল করবে সে আশা ছিল। আমরা খুব খুশি হয়েছি।"

দেশে ফিরলেন উকিল, খুশির হাওয়া কোচবিহারে

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: অবশেষে বাড়ি ফিরলেন বাংলাদেশের দুষ্কৃতীদের হাতে অপহৃত শীতলকুচির কৃষক উকিল বর্মন। আঠাশ দিন বাংলাদেশের জেলে বন্দি থাকার পর ১৪ মে, বুধবার রাত ১২ টা নাগাদ তিনি কোচবিহারের শীতলকুচির বাড়িতে পৌঁছান। তার আগে সন্ধ্যায় তিনি দেশে ফেরেন। রাতেই বিএসএফ উকিল বর্মণকে শীতলকুচি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গত ১৬ এপ্রিল, বুধবার কাঁটাতারের ওপারে নিজের জমিতে চাষ করার সময় তাঁকে তুলে নিয়ে যায় বাংলাদেশিরা। তারপর দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) উকিল বর্মণকে উদ্ধার করে বাংলাদেশ পুলিশের হেফাজতে রাখে। নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে দফায় দফায় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি–র সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করে বিএসএফ। তাতে কোনও কাজ হয়নি। বিজিবি উকিলকে বাংলাদেশ পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সেখানে লালমনিরহাট জেলে বন্দি ছিলেন উকিল। তারপর দীর্ঘ ২৮ দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উকিল বর্মনকে বিএসএফের হাতে তুলে দেয় বিজিবি। রাতেই বিএসএফ জেলা পুলিশের হাতে তুলে দেয় উকিল বর্মনকে। এরপরেই স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, বর্তমানে তিনি সুস্থই রয়েছেন। ভারতে ফিরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উকিল বর্মন জানান, 'খুব ভাল আছি। যখন বাংলাদেশের জেলে ছিলাম তখন খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। সেখানে বসে পরিবারকে নিয়ে চিন্তা করতাম। আর ফিরতে পারব কি না তা নিয়ে খুব চিন্তা হত। আমার কাছের একেকটি দিন একটা বছর মনে হয়েছে। বাড়ির লোকদের দেখতে না পেয়ে খুব কষ্ট পেয়েছি। খাবারও ছিল খুব কষ্টের। আমার সঙ্গে অনেকে ভালো ব্যবহার করেছে। অনেকে আবার খারাপ ব্যবহারও করেছে। তবে কেউ আমাকে মারধর করেনি।" প্রসঙ্গত, গত ১৬ এপ্রিল ভারত–বাংলাদেশের শীতলকুচি সীমান্তে বাংলাদেশি এক পাচারকারী বিএসএফের ছোড়া রবার বুলেটে জখম হন। প্রথমে তাকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কোচবিহারে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করে। ওই ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যে কাঁটাতারের ওপারে নিজের জমিতে চাষের কাজ করতে থাকে কোচবিহারের কৃষক উকিল বর্মনকে অপহরণ করে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি দুষ্কৃতী উকিলকে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনার কথা জানতে পারে বিএসএফ। বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিজিবি–র সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হয় বিএসএফের। তবে তা সত্ত্বেও উকিল বর্মনকে বাংলায় ফেরানো সম্ভব হয়নি। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন পরিজন এবং প্রতিবেশীরা। সময় যত গড়াতে থাকে ততই যেন উকিল বর্মনকে ফেরানোর দাবি জোরালো হতে থাকে। হাজারও টানাপোড়েনের পর অবশেষে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাঁকে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে রাতে শীতলকুচিতে যান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও দলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ। তিনি গিয়ে উকিল বর্মনের সঙ্গে দেখা করেন, কথা বলেন। তিনি বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির হস্তক্ষেপে বিএসএফের তৎপরতায় বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ সরকার উকিল বর্মনকে ছেড়ে দিল।' তিনি আরও বলেন, এতদিন পর্যন্ত উকিল বর্মনের পরিবারে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি ফিরে আসায় তা দূর হয়ে গেছে। উকিল দেশে ফিরে জানান, তিনি আর ওপাশের জমিতে কাজ করতে যেতে চান না। তিনি বলেন, "বিএসএফের নির্দিষ্ট সময় মেনে তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে ওপারে কাজে যাই। কেউ কিছু করলে বিএসএফ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে এটাই ধারণা ছিল। কিন্তু তা হল না। প্রায় এক মাস আমাকে জেলে আটকে রাখা হল। কোন ভরসায় আর জমিতে যাব।" বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উকিলকে নিয়ে চলে টানাটানি। সকালেই তাঁর বাড়িতে যান তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। তিনি কিছু খাদ্য সামগ্রী উকিলের পরিবারের হাতে তুলে দেন। সেই সঙ্গে উকিলের ফেরার আনন্দ মিষ্টি মুখ করেন। তিনি বলেন, "সবাইকে ধন্যবাদ উকিল বর্মণকে দেশে ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে উকিল বর্মণকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করেন।"

অপারেশন সিঁদুর

ছবি- ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

নিজস্ব সংবাদদাতা: পহেলগাম কাণ্ডের বদলা নিতে 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়েছে ভারতীয় সেনা। বেছে বেছে পাকিস্তানের ভেতরে থাকা জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। দেশের মানুষ সেনাবাহিনীর সফলতায় আনন্দে মেতে ওঠেন। কোচবিহারেও তা দেখা যায়। পহেলগাম হামলার বদলা নিয়েছে ভারত। পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ৯ টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। 'অপারেশন সিঁদুর' নামের এই অভিযানে একাধিক জঙ্গিকে নিকেশ করেছে সেনা। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে লস্করের ক্যাম্প, মাসুদ আজহারের মাদ্রাসা। স্থল, নৌ এবং বায়ু সেনার যৌথ অভিযানই হল এই 'অপারেশন সিঁদুর'। এই অভিযানে কী কী অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে, সবই প্রকাশ্যে এসেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছিল, রাফাল যুদ্ধবিমানের সাহায্য হামলা চালিয়েছে ভারত। তবে অত্যাধুনিক আরও একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এই স্ট্রাইকে। এই ধরনের স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে সাধারণত এমন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয় যার 'লং রেঞ্জ' থাকে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে ধরনের মিসাইল ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'স্ক্যাল্প ক্রুজ মিসাইল' এবং 'হামার বম্ব'। সেগুলি হলো... স্ক্যাল্প ক্রুজ মিসাইল: একে 'স্টরম স্যাডো' বলা হয়। প্রায় ২৫০ কিলোমিটারের রেঞ্জ রয়েছে এই মিসাইলের। হামার বম্ব: এটি আদতে 'হাইলি অ্যাজাইল মডিউলার মুনিশন এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ'-এর বোমা। অত্যাধুনিক বাঙ্কার এবং উঁচু বিল্ডিং ধ্বংস করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। মোটামুটি ৫০-৭০ কিলোমিটার রেঞ্জ রয়েছে এই বম্বের। কামিকাজে ড্রোন: মূলত লুকিয়ে এলাকার পর নজরদারি চালানোর জন্য, কোথায় জঙ্গি ঘাঁটি রয়েছে, তাতে কী কী রয়েছে বা কারা-কতজন রয়েছে, তা জানতে এই যন্ত্র ব্যবহার করে সেনাবাহিনী। ড্রোনের মাধ্যমে ফুটেজ দেখে হামলার নির্দিষ্ট ছক করতে সক্ষম হয় ভারতীয় সেনা।

ভারত সরকারের তরফে বিবৃতি জারি করে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অন্তত ৫ টি জায়গায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে। একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনও ক্যাম্পে হামলা চালানো হয়নি। বেছে বেছে মাসুদ আজহার এবং হাফিজ সইদের জঙ্গি ক্যাম্প এবং মাদ্রাসাতেই হামলা করেছে ভারত।

ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এক ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে মাথাভাঙ্গায়। ৬ মে, মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙ্গার নয়ারহাট। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক ঝাল মুড়ি বিক্রেতা সুভাষ বর্মণের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য। তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। তার বাড়ি ওই এলাকাতেই। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নয়ারহাট বাজারে একটি মদের দোকানের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় ঝাল মুড়ি বিক্রেতা সুভাষ বর্মনকে। ওই দোকানের সামনেই তিনি দোকান করতেন। রাতে অনেকদিনই নেশাগ্রস্থ অবস্থায় দোকানের সামনে ফুটপাতে শুয়ে পড়তেন সুভাষ। তারপর তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো সোমবারও নয়ারহাট বাজারে ঝাল মুড়ি বিক্রি করতে গিয়েছিলেন সুভাষ। কিন্তু রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। অবশেষে মঙ্গলবার তার দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে নয়ারহাটে মদের দোকানের সামনে। সুভাষকে খুন করা হয়েছে বলেই অনুমান পরিবারের। এমনকি একটি সিসিটিভি ফুটেজও এসেছে প্রকাশ্যে যেখানে দেখা গিয়েছে কালো কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা এক ব্যক্তি পিটিয়ে মারছে তাকে। ওই ঘটনায় মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় রামভোলা হাইস্কুলের সত্যম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উচ্চমাধ্যমিকে এবারেও তাক লাগিয়ে দিল কোচবিহার। মেধা তালিকার প্রথম দশে রয়েছে কোচবিহারের ছয় জন। তার মধ্যে নবম স্থানে নাম রয়েছে কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুলের ছাত্র সত্যম বণিকের। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯। তা নিয়ে ছড়িয়েছে স্কুলে খুশির হাওয়া। এর আগে ওই স্কুল থেকেই রাজ্যে প্রথম হয়েছিল। এবারেও নবম স্থান পেয়ে খুশি শিক্ষক ও অভিভাবকরা।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, সত্যম বরাবরই ভালো ছাত্র হিসেবে স্কুলে পরিচিত। উচ্চ মাধ্যমিকেও সে ভালো ফল করবে বলে আশাবাদী ছিলেন স্কুলের শিক্ষক এবং তাঁর পরিবার। এদিন ফল প্রকাশ হতে দেখা যায় নবম স্থানে রয়েছে ১৬ জন। তার মধ্যে নাম রয়েছে সত্যম বণিক। এমন সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়তেই তার বাড়িতে ভিড় জমান প্রতিবেশিরা। সত্যমের বাবা একজন ব্যবসায়ী, মা গৃহবধূ। সত্যম ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে। সেই কারণে এখন থেকে জেইই অ্যাডভান্সডের জোর কদমে প্রস্তুতি নিতে চাইছে। সত্যম জানায়, সাতজন গৃহশিক্ষক ছিল তাঁর। এ স্কুলের শিক্ষকরাও সবসময় সাহায্য করেছে। দিনে নির্দিষ্ট কোনও সময় ধরে পড়াশোনা করত না সত্যম। যখন সময় পেত বই নিয়ে বসে পড়ত। অঙ্ক এবং রসায়ন পড়তে তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে। আগামীতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সে।

ডাকালিগঞ্জের প্রিয়াঙ্কা রাজ্যে সপ্তম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক রাজ্যে সপ্তম হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছে প্রিয়াঙ্কা বর্মণ। এবারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার নগর ডাকালিগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা। তাঁর বাড়ি শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা পঞ্চায়েতের আবুয়ারপাথার এলাকায়। সে বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ৯৮, শারীর শিক্ষায় ৯৯, দর্শন ৯৯ ও সংস্কৃতে ৯৯ নম্বর পেয়েছে। বাবা ধনঞ্জয় বর্মণ কৃষক। মা গৃহবধূ। পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রিয়াঙ্কা বরাবর পড়াশুনোতে ভালো। প্রত্যেক ক্লাসেই স্কুলে প্রথম সারিতে থাকত সে। মাধ্যমিকে ৬৩৫ নম্বর পেয়েছিল। ভবিষ্যতে ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়াশুনো করে শিক্ষক হতে চায়। তাঁর অভাবনীয় ফলাফলে খুশির হাওয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে। বাবা ধনঞ্জয় বর্মণের নিজের কোন জমি নেই। অন্যের জমিতে কাজ করে মেয়ের পড়াশোনা চালান। চারজন শিক্ষকের ব্যাচে প্রাইভেট পড়ত প্রিয়াঙ্কা।

আগামী সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ সফরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: চারদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪ মে, বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে সে কথা নিজেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে চারদিনের কর্মসূচি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৯ মে তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরে শিলিগুড়ি পৌঁছানোর কথা। প্রথমদিন শিলিগুড়িতেই বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। পরেরদিন মালবাজারের ওদলাবাড়িতে সভা করবেন তিনি। ২১ মে ফের তাঁর উত্তরকন্যায় বৈঠক করার কথা রয়েছে। ২২ মে তিনি ফিরে যাবেন কলকাতায়। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগামী ১৯ মে, সোমবার শিল্পমহলকে নিয়ে সিনার্জিতে অনুষ্ঠান রয়েছে। ওই অনুষ্ঠান সেরে ২০ মে, মঙ্গলবার ওদলাবাড়িতে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে। সেখান থেকে ২১ মে, বুধবার উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক রয়েছে।" ওই বৈঠকে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের প্রতিনিধিরা থাকবেন। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহের প্রতিনিধিরা ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন বৈঠকে। তারপরের দিন ২২ মে, বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফিরে আসার কথা তাঁর। এর আগে জেলায় জেলায় রাজ্য সরকারের বিগ বাজার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনে তিনি জানান, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি থেকে এদিন মোট ৪৩ টি মাইক্রো এবং স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি অনুমোদন করা হয়েছে। সবই এগুলি জেলায় জেলায় হবে। কয়েকশো কোটি টাকা বিনিয়োগ। এর ফলে জেলায় জেলায় কর্মসংস্থান হবে। মমতা বলেন, "বলেছিলাম ২৩ টা জেলায় সেলফ হেল্প গ্রুপের কাজ বিক্রি করার জন্য। ২৩ জেলায় শপিং মলে একটা করে ফ্লোর দিতে হবে। এক একরে জমি দেওয়া হচ্ছে। ২৩ জেলার মধ্যে ১১ টা জেলা করে দিয়েছি। আরও ১২ টির প্রক্রিয়া চলছে।" মুখ্যমন্ত্রী জানান, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, হাওড়ায় ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে।

ভারতীয় সেনাকে স্যালুট জানালেন উদয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভারতীয় সেনাদের স্যালুট জানালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ৬ মে, মঙ্গলবার তিনি বলেন, "ভারতীয় সেনারা যদি পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিতে আক্রমণ করে সেগুলি গুঁড়িয়ে দিয়ে থাকে তাহলে এর থেকে খুশির খবর আর কিছু হয় না। ভারতীয় সেনাদের স্যালুট জানাই।" পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, "তবে তার পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এ যেভাবে জঙ্গিরা নিরীহ মানুষকে মেরেছিল সেভাবে যেন আর একটাও নিরীহ মানুষ মারা না যায়, কোন স্ত্রী যেন স্বামীহারা না হয়, কোন সন্তান যেন পিতৃহারা না হয়। ধ্বংস হোক জঙ্গিরা, ধ্বংস হোক তাদের মদত দাতারা।" ৬ মে রাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি জায়গায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর এয়ার স্ট্রাইক করে ভারতীয় সেনা বাহিনী।।

রাজ্যে দ্বিতীয় আনাজ বিক্রেতার ছেলে তুষার, গর্বিত কোচবিহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উচ্চমাধ্যমিকে এবারেও তাক লাগিয়ে দিল কোচবিহার। মেধা তালিকার প্রথম দশে রয়েছে কোচবিহারের ছয় জন। তার মধ্যে আবার রাজ্যের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নিয়েছে কোচবিহার। ৭ মে, বুধবার উচ্চমাধ্যমিকের ফল ঘোষণা হয়। সেখানে দেখা যায় কোচবিহার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বক্সিরহাটের বক্সিরহাট হাইস্কুলের ছাত্র তুষার দেবনাথ রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছে। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। তুষার বাংলায় পেয়েছে ৯৭, ইংরেজিতে ৯৯, রসায়নে, অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যায় সে পেয়েছে ১০০ এবং জীবন বিজ্ঞানে তাঁর নম্বর ৯৭। তাঁর ফলে কোচবিহার জেলা জুড়ে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে। তুষার জানায়, সে একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী হতে চায়। সে লক্ষ্যেই আগামীতে পড়াশুনো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছে তুষার। কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক অবস্থা। বক্সিরহাট হাইস্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক নারায়ণ পোদ্দার তুষারের সাফল্যে খুশি। তাঁর পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন।

তুষারের বাবা তপন দেবনাথ আনাজ বিক্রেতা। তাঁর আয়ে টেনেটুনে সংসার চলে। তার মধ্যে থেকেই কিছু পয়সা বাঁচিয়ে দুই ছেলের পড়াশুনোর খরচ চালান। তুষার দুই বছর আগে মাধ্যমিকেও রাজ্যের মেধা তালিকায় নবম স্থানে ছিল। তপনের ছোট ছেলে ৬৪৮ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে। ছেলের ইচ্ছা বাবা তপন দেবনাথের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। তপন বলেন, "আমি একজন সামান্য ছোট আনাজ বিক্রেতা। যা আয় হয় তাই দিয়ে কোনও ভাবে সংসার চালাই। আগামীতে ছেলের পড়ার খরচ কিভাবে জোগাড় করব তা ভেবে পাচ্ছি না। সরকার যদি পাশে দাঁড়ায় ভালো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সে আর্জি জানাবো। তিনি জানান, মাধ্যমিকে নবম হওয়ার পর কলকাতায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাকে গিয়েছিলেন তুষার। মুখ্যমন্ত্রী সে সময় তাঁকে একটি ল্যাপটপ দিয়েছিলেন। তুষার বলে, "আমার ব্যাঙ্গালুরুতে মহাকাশ বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে। তাঁর প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি।" এবারের সফলতার জন্যে সে বাবা, মা ও শিক্ষকদের কৃতিত্ব দিয়েছে। আটজন গৃহশিক্ষক ছিল তাঁর। কেউ টিউশন ফি নিতেন না। স্কুলের শিক্ষকরাও সবসময় পাশে থেকে সাহায্য করেছেন। এদিন তুষারের বাড়িতে আসেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতল দাস। বৃহস্পতিবার ওই ছাত্রের বাড়িতে যান কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি বলেন, "ওর উচ্চশিক্ষার আর্থিক প্রতিকূলতা বাঁধা হবে না। তুষারের উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব কোচবিহার জেলা তৃণমূল নেবে।"

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: কন্ডাক্টর ও মেকানিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মঞ্চ গড়ে আন্দোলনে নামল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মীরা। ১৫ মে, বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে কোচবিহার। পরিবহণ ভবনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন মঞ্চের সদস্যরা। পরে নিগমের চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তার আগে তিনদিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ হয় কোচবিহার পুরনো বাসস্ট্যান্ডে। তাদের এই অবস্থান বিক্ষোভের মূল দাবিগুলো হল চুক্তিভিত্তিক মেকানিক ও কন্ডাক্টারদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, চুক্তিভিত্তিক চালক মেকানিকদের বেতন ১০৬৬ মেমো নম্বর অনুযায়ী কার্যকর করতে হবে। এছাড়াও আরো অন্যান্য দাবিকে সামনে রেখে তাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ স্মারকলিপি প্রদান। এই ঘটনাকে সামনে রেখে জানা যায় যে গতকাল ময়নাগুড়ি ডিপোর এক কর্মীর এই দাবিগুলিকে সামনে রেখে আত্মহত্যা করেছেন তার নাম সন্দীপ সাহা। এই বিষয়ে অবস্থান বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান করার কর্মসূচি নেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে ১৭৫৩ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী রয়েছে। তার মধ্যে ৭৮২ জন চালক রয়েছে। প্রত্যেকেই ১৩ হাজার ৫০০ টাকা করে বেতন পান। এবারে চালকদের যে বেতন কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে তাতে শুরুতেই চালকরা পাবেন ১৬ হাজার টাকা। যাদের পাঁচ বছর চাকরি হয়েছে তাঁরা পাবেন কুড়ি হাজার টাকা। দশ বছরে গিয়ে তা দাঁড়াবে পঁচিশ হাজার টাকা, পনেরো বছরে তা বাড়াবে ৩১ হাজার টাকা এবং কুড়ি বছরে তা দাঁড়াবে ৩৮ হাজার টাকা। তার বাইরে ৮৩৬ জন কন্ডাক্টর, ১৩৬ জন মেকানিকদের ওই আওতায় আনা হয়নি। তা নিয়েই আন্দোলন শুরু হয়েছে নিগম।

আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ভাল ফল করল দিনহাটার দেবশ্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: মায়ের সাথে বিড়ি বেঁধে কোনরকমে চলে সংসার। আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ভাল ফল করল দিনহাটার স্টেশনপাড়ার দেবশ্রী রক্ষিত। ভবিষ্যতে আইএস অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেবশ্রীর চোখে মুখে। কিন্তু সংসারের আর্থিক দৈনদশায় সব স্বপ্নই যেন এক লহমায় চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তারপরেই দেবশ্রী আশা কেউ যদি আর্থিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় হয়তো একদিন স্বপ্ন বাস্তবের রূপ পাবে। পরিবারে বাবা মায়ের সাথে দেবশ্রীর অনেক কষ্ট করে সংসার চলে তাদের। ঘরে বাইরে দীনতার ছাপ স্পষ্ট। এক চিলতে জমির মধ্যে রয়েছে ছোট্ট একটি ঘর। যে ঘরের চাল ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে সূর্যের আলো। বর্ষায় কখনও সেখান দিয়ে পড়ে বৃষ্টির জল। ঘরে-বাইরে সর্বত্রই দীনতার ছাপ স্পষ্ট।' এমনই ঘরের মেয়ে দেবশ্রী রক্ষিত। একদিকে আর্থিক অনটন ছাড়াও অভাবের মধ্যে দিন কাটিয়ে এবার উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্য সোনালীর। শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের স্টেশনপাড়া এলাকায় ছোট্ট একটি ঘরে থাকে বাবা-মা ও দেবশ্রী। পড়া ছাড়াও প্রতিদিনের খাবারের কথা ভাবতে হয় কৃতি এই ছাত্রীকে। ওর বাবা দিপু রক্ষিত দুই একটি টিউশনি করে। মা পম্পা রক্ষিত বিড়ি বাধে। আর্থিক অনটনের মধ্যে অনেক কষ্ট করে মেয়েকে পড়াশোনা করাচ্ছেন তারা। এত অভাবের মধ্যেও দেবশ্রী এবার উচ্চমাধ্যমিকে ৪৪৫ নম্বর পেয়ে সকলকে অবাক করে দিয়েছে। তার বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বাংলায়- ৮৭, ইংরাজি- ৮০, ভূগোলে- ৯২, ফিলোসফি- ৯২ এবং সংস্কৃতে- ৯৪। দিনহাটা শহরের শোনিদেবী জৈন হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে। ওর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে গৃহশিক্ষকদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা। ভবিষ্যতে ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে প্রশাসনিক স্তরে কাজ করার ইচ্ছে দেবশ্রীর। কৃতি এই ছাত্রী জানায়, স্কুলের শিক্ষকরা সহযোগিতা করলেও গৃহশিক্ষক সিদ্ধেশ্বর সাহার ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই কেউ চিকিৎসক কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউবা গবেষক হয়েছেন। তার ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ আইএস অফিসার নেই। আমার ইচ্ছে একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান আইএস অফিসার হওয়ার। বাবা-মায়ের সেই আর্থিক ক্ষমতা নেই পড়ানোর। কেউ যদি আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে তবে ইচ্ছে আছে ইউপিএসসির জন্য কোচিং নেওয়ার। দিনহাটায় মহকুমাশাসক ছিলেন রেহেনা বসির। গৃহশিক্ষক সিদ্ধেশ্বর সাহার সাথে তার কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তাকে দেখে ভবিষ্যতে তার মত হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। একাদশ শ্রেণীতে আমার কোন গৃহশিক্ষক ছিল না। দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠে যাদের কাছে পড়েছি তারা যথেষ্ট ভাবে সহযোগিতা করেছে। তার উপরে সিদ্ধেশ্বর সাহা সারাবছর বিনা পয়সায় পড়ানো ছাড়াও নানাভাবে সহযোগিতা করেছে।

হরিণ উদ্ধার নিয়ে চাঞ্চল্য সিতাইয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে সিতাইয়ে উদ্ধার হল একটি হরিণ। ৪ মে, রবিবার কোচবিহারের সিতাইয়ের বাংলাদেশ সীমান্ত সাতভাণ্ডারি এলাকায় ওই হরিণটি দেখতে পায় গ্রামের বাসিন্দারা। তারা হরিণটিকে ধরে ফেলে। খবর দেওয়া বিএসএফকে। হরিণটিকে বিএসএফের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু হরিণটি কিভাবে সেখানে এল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। গত দুদিন আগে কস্তুরী সহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর এবার হরিণ উদ্ধার হয়েছে সিতাইয়ে। দক্ষিণ সাতভাণ্ডারি লোকালয়ে একটি হরিণ উদ্ধার করেন গ্রামবাসীরা। পরে তারা হরিণটিকে বিএসএফ জওয়ানদের হাতে তুলে দেন।

ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয়দের ভিড় জমে হরিণটিকে দেখতে। প্রথমে চিত্রকূট বিওপির বিএসএফ জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে হরিণটি উদ্ধার করে বিএসএফ সদস্যরা। পরে তারা হরিণটিকে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় সিতাই থানা ও বন দফতরকে খবর দেওয়া হয়েছে। গত দুদিন আগেই সিতাই নেতাজি বাজার এলাকায় কস্তুরী (মৃগনাভি) সহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপরই হরিণ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সিতাই থেকে পাতলাখাওয়ার জঙ্গল বা জলদাপাড়া অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। ওই পথে অনেক লোকালয় ও বাজার এলাকা রয়েছে। একটি হরিণ এতটা পথ গেলে সহজেই তা কারও না কারও চোখে পড়ার কথা। সন্দেহ করা হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে ওই হরিণ ঢুকে পড়তে পারে। সব খতিয়ে দেখছে বন দফতর।

উকিলের বাড়ির সামনে বিজেপি বিধায়কদের ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান তৃণমূলের

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: বাংলাদেশ জেল থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরলেন শীতলকুচির কৃষক উকিল বর্মন। আর তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি বিধায়করা। ১৫ মে, বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের পশ্চিম শীতলকূচি গ্রামে। বিজেপির বিধানসভার মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে এদিন দুপুরে দুটো নাগাদ উকিল বর্মণের বাড়ির সামনে পৌঁছায় সাত বিধায়কের দল। সেই দলে ছিলেন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক রায়, কোচবিহারের পাঁচ বিধায়ক সুকুমার রায়, মালতী রাভা রায়, নিখিলরঞ্জন দে, বরেন বর্মণ ও সুশীল বর্মণ। রাস্তায় তাঁদের ঘিরে ধরে তৃণমূল সমর্থকরা। গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শঙ্কর ঘোষ বলেন, "আমাদের বিধায়কদের উপরে শারীরিক ভাবে হামলার চেষ্টা শুরু হয়েছে। যা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। আমি একা আর কেউ থাকতে পারবে না এই মানসিকতা মানা যায় না। এটা একা কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা। রাজ্যে শয়তানের শাসন চলছে। পুলিশ আইনের শাসন নয়, শাসকের আইন মেনে চলবে পুলিশ। কিভাবে একজন বৃদ্ধকে নিয়ে রাজনীতি করা যায় তা করেছে তৃণমূল ও পুলিশ। পুলিশ ও তৃণমূল কর্মীরা মিলে আমাদের হেনস্থার চেষ্টা করেছে। আমি সব পুলিশকে দোষ দিচ্ছি না।"

আন্দোলনকারী যুব তৃণমূল সভাপতি শীতলকুচি প্রশান্ত সূত্রধর, আকাশ গোস্বামীরা বলেন, "বিজেপির বিধায়করা উকিল বর্মণের খারাপ সময়ে তাঁর পাশে ছিল না। কেন্দ্রের দল হওয়া সত্ত্বেও উকিল বর্মণকে ছাড়িয়ে আনার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেয়নি বিজেপি। বিধায়ক বরেন বর্মণ একদিন এসে বলেছিলেন, দুই ঘন্টার মধ্যে ফিরিয়ে আনব। তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়ে যখন উকিল বর্মণকে দেশে ফিরিয়ে এনেছেন তখন ফুটেজ নিতে এসেছেন। সে কারণে এলাকার মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছে। আমরাও সঙ্গে ছিলাম।"

এদিন বিজেপি বিধায়করা ওই গ্রামে ঢুকে প্রথমে বিএসএফ ক্যাম্পে যান। বিএসএফ অধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। সেখানে শঙ্কর বলেন, "উকিল বর্মণ সুস্থভাবে দেশে ফিরেছেন। তাঁকে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে করার জন্যে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং বিএসএফকে ধন্যবাদ। ভারতীয় জনতা পার্টির বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের লোক খুশি। যারা যেভাবে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে সবাইকে ধন্যবাদ। আরও খুশির খবর শারীরিকভাবে উকিল বর্মণ সুস্থ রয়েছেন।" কিন্তু উকিল বর্মণকে দেশে ফেরাতে তৎপর ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি কিছু করেনি সে প্রশ্নে শঙ্কর বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী অনেক সময় অনেক কথা বলেন সব কথার গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমার মনে হয় তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রী এসব অবাঞ্ছিত প্রশ্ন। কেউ দাবি করতেই পারেন কর্নেল সুফিয়ার সঙ্গে তিনি প্লেন উড়িয়েছেন। দাবি ও বাস্তবের মধ্যে অনেক পার্থক্য। উকিল বর্মণ সুস্থভাবে ফিরেছেন সে জন্য দেশের সরকার ও যারা যুক্ত ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ।" উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "শঙ্কর ঘোষের কথার গুরুত্ব কেউ দেয় না। আমার প্রশ্ন অনেক দিন তো হয়েছিল উকিল বর্মণকে অপহৃত করার। দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এতদিন কী করলেন? কেন এত দেরি হল? ক্যাবিনেট মিটিংয়ের পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই উকিল বর্মণকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।"

প্রসঙ্গত, গত ১৬ এপ্রিল ভারত–বাংলাদেশের শীতলকুচি সীমান্তে বাংলাদেশি এক পাচারকারী বিএসএফের ছোড়া রবার বুলেটে জখম হন। প্রথমে তাকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কোচবিহারে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করে। ওই ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যে কাঁটাতারের ওপারে নিজের জমিতে চাষের কাজ করতে থাকে কোচবিহারের কৃষক উকিল বর্মণকে অপহরণ করে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি দুষ্কৃতী উকিলকে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনার কথা জানতে পারে বিএসএফ। বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিজিবি–র সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হয় বিএসএফের। তবে তা সত্ত্বেও উকিল বর্মণকে বাংলায় ফেরানো সম্ভব হয়নি। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন পরিজন এবং প্রতিবেশীরা। সময় যত গড়াতে থাকে ততই যেন উকিল বর্মণকে ফেরানোর দাবি জোরালো হতে থাকে। হাজারও টানাপোড়েনের পর অবশেষে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাঁকে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দিনহাটা গোসানিমারির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে প্রতারণা, মহিলার ১৫,৫০০ টাকা লোপাট

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটার গোসানিমারি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন জনতা রায় নামে এক মহিলা। বুধবার তিনি এ নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দাখিল করেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার দুপুরে ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গেলে দুই অপরিচিত ব্যক্তি তাকে বারবার ডেকে ডিপোজিট ফর্ম পূরণে "সাহায্য" করার প্রস্তাব দেয়। মহিলা প্রথমে রাজি না হলেও পরে তারা জোর করে তার কাছ থেকে ফর্ম ও পাসবুক নিয়ে টাকা গুনতে শুরু করে। টাকা ফেরত দিলেও পরে তিনি দেখেন তার ২৮ হাজার টাকার মধ্যে ১৫,৫০০ টাকা হারিয়ে গেছে। সন্দেহ হওয়া মাত্রই দুই ব্যক্তি ব্যাংক থেকে পালিয়ে যায়। ওই মহিলা ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান এবং দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন বলে জানা গেছে।

গাঁজা উদ্ধার পেট্রোল পাম্পে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গাঁজা সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল কোচবিহার কোতয়ালি থানার পুলিশ। ৪ মে, রবিবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ডাউয়াগুড়ি পেট্রোল পাম্প লাগোয়া এলাকা থেকে ওই দুই অভিযুক্তকে গাঁজা সহ গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয় বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোতয়ালি থানার আইসি তপন পালের নেতৃত্বে টিম গঠন করে কোচবিহার কোতয়ালি থানার পুলিশ। ওই অভিযানের প্রধান ছিলেন কোতয়ালি থানার আইসি তপন পাল। তারপর সেখানে গিয়ে ডাউয়াগুড়ি পেট্রোল পাম্প লাগোয়া এলাকায় তল্লাশি শুরু হয়। আর তাতেই পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া গাঁজা সহ দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদের কথা অসঙ্গতি মেলায় তাদের তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ করতেই মেলে ওই ৩০ কেজি গাঁজা।

ওইদিন ফের গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা ঘটে মাথাভাঙ্গায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ৩৬ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার করা হয় দুজনকে। এদিন এই গাঁজা উদ্ধারের ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙ্গা-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের শিকারপুর এলাকায়। টোটোতে করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই ৩৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করার পাশপাশি দুজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ অভিযান চালায়। পাচারের উদ্দেশ্যে গাঁজাগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান। এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

আত্মহত্যা পথ নয়

পর পর ফলপ্রকাশ। বাংলা মাধ্যমিকের পাশাপাশি ফল প্রকাশ হয়েছে ইংরেজি মাধ্যমেরও। দুই মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রদের ভিড় কোচবিহারে। উচ্চমাধ্যমিক রাজ্যের মেধা তালিকাতেও সুযোগ পেয়েছে কোচবিহার জেলার ছয়জন ছাত্রী। তার মধ্যে কোচবিহার মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের তিন ছাত্রীর নাম রয়েছে। যা আমাদের গর্বিত করে। কিন্তু এতসবের মধ্যে একটি ঘটনা বিমর্ষ করে তোলে চারপাশ। সিবিএসই'র দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র একটি বিষয়ে অকৃতকার্যের হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে এমনই তথ্য উঠে আসে। যা আমাদের ব্যথিত করে। মনে কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। একজন ছাত্রকে কেন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়? আশাপূরণ না হওয়া, না অভিভাবক-সমাজের সামনে লজ্জার ভয়ে নিজেকে আড়াল করে নিতেই এমন পথের কথা ভাবে একজন ছাত্র। আদতে তো হওয়ার কথা নয়। একজন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সবে তো তাঁর স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেছে। সামনে তার বিশাল পথ। নানা চড়াই-উৎরাই পাড় হয়েই তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর কথা। তাহলে তো এমনটা হওয়ার কথা নয়। তাহলে কেন হচ্ছে? কোথাও কী পরিবার-সমাজ-স্কুল একজন পিছিয়ে পড়া ছাত্রকে তাঁর মনোবল ধরে রাখতে বা বাড়াতে অসমর্থ হয়ে পড়ছে? সবাই যে কৃতী হবে এমনটা নয়। আবার সবাই ভালো ফল করবে তেমনও নয়। পিছিয়ে পড়া, মেধা কম ছাত্ররাও রয়েছে তালিকায়। ফল খারাপ হতেই পারে, কিন্তু ফল খারাপ মানেই যে জীবনে হেরে যাওয়া তা নয়। লড়াই আরও অনেক বাকি সে কথা বুঝতে হবে। স্কুল-পরিবার-সমাজের দায়িত্ব এক্ষেত্রে অপরিসীম।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক : সন্দীপন পণ্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক : দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক : কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার : ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক : রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক : মিঠুন রায়

গল্প

লটারি

..... মৌমিতা মোদক

সৃজনি আর রোশনী ছোট থেকে পড়াশোনায় দুর্দান্ত, দুজনে সবসময় পাল্লা দিয়ে প্রথম আর দ্বিতীয় হয়। ৫/৬ মিনিটের ছোট বড় হবে ওরা। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, ওরা যমজবোন। দু'বোনই রুপে-গুণে-বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে কামাল হ্যা। ইসলামপুর জেলার একটা ছোট্ট গ্রাম শ্রীকৃষ্ণপুর। এখানেই রিতা তার স্বামী ও যমজ দুই মেয়েকে নিয়ে বসবাস করে। রিতার স্বামী অবনীলাল বাড়িতেই থাকেন, বাড়িতেই পৈতৃক ভিটেতে নিজেই সবজি চাষ করেন, ২টা ছেলে হেল্পার হিসেবে আছে আর রিতার লটারির দোকান, ভালোই বড় দোকান এবং ওই গ্রামের একমাত্র লটারির দোকান। চলেও খুব ভালো। রোজ সকালে বাড়ির কাজকর্ম সেরে মেয়েদের তৈরি করে স্কুলে পাঠিয়ে, রিতা দোকানে আসে, এসে গণেশ পুজো করে, ধূপকাঠি ধরিয়ে দিন শুরু। তারপর আস্তে আস্তে কাস্টমার আসা শুরু হয়। কেউ একটা লটারি টিকিট কেনে, কেউ বা গোটা লটটা ধরেই নিয়ে যায়। লটারি রিতার পরিবারের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। এখন আর আগের মত জল মুড়ি খেয়ে থাকতে হয় না, কতদিন না খেয়েও থাকতে হয়েছে, এখন আর সেরকম হয় না, স্কুলের মাহিনা দিতে পারত না, পূজার সময় একটাই নতুন জামা হত, সারা বছর আর কিছু কেনা হত না। সেই দুর্দশার দিন আজ আর নেই।

সব কিছু এত সহজে হয়নি, নিজের দুটো হাত পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে লটারির দোকান বাঁচানোর জন্যে। আজ স্বরোজগার করে আরো বড় করেছে লটারির দোকান, সেই সাথে স্বামীর চাষবাসটা দেখে। চাষের ফসল নানা ধরনের সবজি ও ফল বিক্রি করে আসে ইসলামপুরে গিয়ে, আর কিছু পাঠায় শিলিগুড়ি। এই করে করে স্কুটি কিনে ফেলেছে, দোতলা ওঠাচ্ছে, সংসারে খরচা দিচ্ছে, আর কি চাই। বৃহস্পতিবার করে করে খুব লটারি বিক্রি হয়। বৃহস্পতিবারকে লক্ষীবার বলা হয়। গ্রামের লোকেরা মনে করে, লক্ষীবারে লটারি কাটলে টাকার বর্ষা হবে। তাই প্রত্যেক বৃহস্পতি মানে রিতার লটারির দোকান একদম দুর্গাপূজার ভিড় লেগে যায়।

কিন্তু সুখ সয় না পিঠে। ওর পিছনে পাড়ার একদ্দল লোকেরা উঠে পরে লেগেছে, লটারির দোকান বন্ধ করবে বলে.. ওরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যায়। কারণ ওরা বেকার বসে আর একটা মেয়ে মানুষ কিনা ড্যাং ড্যাং করে দোকান চালাচ্ছে!! 'খোকন সেনা' নামের গুণ্ডাবাহিনী প্রায় এসে ঝামেলা করে, আজ আবার বৃহস্পতিবার, এত ভিড়, যে দোকানে তো আর পা রাখার জায়গা নেই। ওই খোকন সেনা এই সময় সেনাদের নিয়ে সপ্তাহ তুলতে আসে, রিতাও কম নয়, বিপদকে কিভাবে গলিয়ে দিতে হয়, তা ওর জানা আছে, গ্রামের মেয়ে কিনা, জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব পারে, আর এরা তো কটা বাচ্চা ছেলে মাত্র। দোকানে এসে এরা যেই ক্যাচাল শুরু করে, রিতা থানায় ফোন করে, কিন্তু কেউ ফোন রিসিভ করল না। থানাতেও খোকন সেনার রাজ, কাজেই রিতাকে নিজের ঢাল নিজেই হতে হল। সে তারাতারি করে একমাত্র কর্মচারী লালিকে দিয়ে ধূপতি ধরিয়ে তাতে লন্কার গুরো ছিটিয়ে দিতে বলে। নিজে কথা বলে বলে খোকন সেনাকে ব্যস্ত রাখে যাতে লালি লুকিয়ে কাজটা করতে পারে। কথা কাটাকাটি হতে হতে ঝাল ধোঁয়ায় চোখ নাক জ্বলতে শুরু করতেই খোকন সেনা দে দৌড়, তারা পালিয়ে কুল পায় না। কাস্টমাররা তো ঝামেলা দেখে কেটে পরেছে আগেই। লোকাল থানায় একটা জিডি করে রাখে রিতা আজকের ঘটনা। বিকাল ৪.৩০ বাজার আগেই রিতা পৌছে যায় বাড়ি রোজকার মত। তারপর পুরো সময় মেয়েদের দেয়। রিতার ছোট মেয়ে রোশনী ক্যারাটে ভালো খেলে, অল ইন্ডিয়া ট্যালেন্টের মত শো জিতে এসেছে, সেই মেয়েকে আটকায় কে? সামনের আসছে মাসে রোশনীর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা রয়েছে, তার জন্য রিতার চেষ্টার শেষ নেই। দু'বেলা করে ক্যারাটে টিউশনে নিয়ে যাওয়া-আসা, বাড়ির কাজ রান্না বান্না, দুই মেয়ের পিছনে পরিশ্রম কম করে না রিতা। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ চলে এল, ছোট মেয়েকে নিয়ে রিতার স্বামী বেরোলেন কলকাতায়, ফেরতও এলেন হাতে ট্রফি আর সোনার মেডেল নিয়ে।

পাড়ার লোকের আনন্দ আর কে দ্যাখে! কে আবার? গোটা দুনিয়া দেখেছে, আজ ও দেখবে। ইসলামপুর 24 x 7 নিউজ চ্যানেল বাড়িতে এসেছে লাইভ খবর করবে বলে। রীতিমত ভিড় রিতার বাড়িতে। কিন্তু কেন জানি অবনীর মুখে কোনো কথা নেই, হাসি নেই। আর রোশনী বাড়ি এসেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। রিতা কিছু একটা আঁচ করতে পেরে সবাইকে পরে আসার অনুরোধ করলেন, কোনোভাবে নিউজ চ্যানেলটিকে ইন্টারভিউটি দিল বাবা মেয়ে।

রিপোর্টার চলে যাবার পর রিতা অনেক জিগ্গেস করেও কিছু উত্তর কারোর থেকে না পেয়ে রোশনীকে নিয়ে বসল, রাত তখন প্রায় ৯ টা। সবার রাতের খাবার কমপ্লিট। সৃজনি ওর বাবার সাথে ঘুমাতে গেল আজ আর রোশনী মায়ের সাথেই থাকবে। রোশনীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই রোশনী ফুপিয়ে কান্না শুরু করল, এভাবেই রাত ১২ টা বেজে গেল। হঠাৎ অবনীলাল আর বড় মেয়ে সৃজনি এসে হাজির আর দুজনেই থমথমে মুখ। অবনীলাল বললেন, কিছু বলার আছে, আর এখনি বলতে হবে, নাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। রিতা - 'তো বলে ফেল না তারাতারি, তোমরা আসার পর থেকে এরকম থমথমে মুখ, আমার কিন্তু ভালো লাগছে না'। অবনীলাল- চল পাশের ঘরে পালিয়ে যাই। রিতা কথা না বাড়িয়ে গেল, মেয়েরাও গেল। তারপর অন্ধকারেই অবনী বলে উঠলেন - **happy birthday to you my dear wife.** ঠিক তারপরেই ২ মেয়ে একসাথে চেঁচিয়ে বলে উঠল 'happy birthday to you মা'। চিন্তার মেঘ কাটলো অবশেষে, কি কি ভেবে নিয়েছিলেন রিতা। বাবা মেয়ে প্লান করে এসব করেছে, ওদের প্লান ছিল মাকে ভয় দেখানো, তাই দুই বোনে ফোনে ফোনে সব প্লান করে নেয় আর অবনীলালকেও টিমে নিয়ে নেয়। অবনী ও বাচ্চাদের প্লানে কখনো বাধ সাধেননি, মেয়েদের সাথে উনিও বাচ্চা হয়ে যান মাঝে মাঝে। ঠিক ওইদিন শেষরাতে রিতার দোকানে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয়। সে ভয়ংকর আগুন।

বসুন্ধরার অ্যানুয়াল ফেসিলেশন প্রোগ্রাম

দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম চার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে মারুতি গাড়ি ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন। ১৪ মে, বুধবার সকালে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা থানার পঞ্চানন মোড়ের ঘটনা। ওই ঘটনায় জখম এক মহিলা সহ জখম চারজনকে কোচবিহার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে দৃশ্যমানতা কম থাকার জেরে এই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিকট শব্দ শুনে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে তাঁরা দেখতে পান দেখেন রাজ্য সড়কের ওপরে বেসরকারি বাস ও মারুতি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এতে দুটি গাড়ির সামনের দিকের অংশ দুমড়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি দুদিকে ছিটকে যায়। পথ দুর্ঘটনার জেরে বাইশগুড়ি হাইস্কুলের কাছে ব্যাপক যানজট হয়। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দু'টিকে উদ্ধার করে পুলিশ।

ছয় লক্ষ টাকা সহ এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফিল্মি কায়দায় দিনে দুপুরে এক ব্যক্তিকে ৬ লক্ষ টাকা সহ অপহরণের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ৪ মে, রবিবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের বলরামপুরের নাককাটিগাছ গ্রাম। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর চৌপথি এলাকায়। অপহৃত ব্যক্তির নাম ফজরুল হক। তাদের বাড়ি বালাভূত এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় বছরখানেক আগে ফজরুল হক পরিবারসহ বিহারে একটি ইটভাটায় কাজের জন্য গিয়েছিলেন। তার মূলত কাজ ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক সরবরাহ করা। শনিবার বাড়িতে ফিরছিলেন তারা। কোচবিহার স্টেশনে নেমে একটি অটো ভাড়া করে বাড়ির দিকে রওনা দেন। অভিযোগ, বলরামপুর চৌপথি এলাকায় একটি লাল রঙের টাটা সুমো গাড়ি তাদের পথ আটকে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে একজন মুখ বাধা অবস্থায় নেমে ফজরুল হককে টেনে হিঁচড়ে তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয়রা ছুটে আসার আগেই চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ফজরুল হকের কাছে ছয় লক্ষ টাকা ছিল বলে দাবি তার স্ত্রী তহিরন বিবির। ঘটনায় মুহূর্তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বলরামপুর চৌপথি এলাকায়। খবর পেয়ে ঘনাস্থলে ছুটে যায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। গোটা তদন্ত শুরু হয়েছে।

দিনহাটা পাচারের আগেই উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: শুক্রবার দুপুর দেড়টা নাগাদ বামনহাট স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেনার এসি বগি থেকে সাহেবগঞ্জ থানা পুলিশ ও বামনহাট জিআরপি এর যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ গাঁজা উদ্ধার হয়। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ অধিকারিক ধীমান মিত্র জানান, দুটি ট্রলি ব্যাগে ভরা গাঁজা উদ্ধার হলেও মাদক পাচারকারীদের আটক করা যায়নি। যদিও উদ্ধার দুই ট্রলি ব্যাগে ভরা গাঁজা, যার পরিমাণ ও মূল্য আনুমানিক এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সাহেবগঞ্জ থানা পুলিশ ও বামনহাট জিআরপির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ দল এই অভিযান চালায়। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ অধিকারিক বলেন, "মাদক পাচার রোধে আমরা কঠোর অবস্থানে রয়েছি। এই ঘটনায় তদন্ত চলছে এবং দ্রুত অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপরে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিকাশ ভবনে যোগ্য শিক্ষক শিক্ষা কর্মীদের ন্যায় সঙ্গত আন্দোলনে বর্বরচিত পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ এনে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি কোচবিহারে হল ধিক্কার মিছিল। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কোচবিহারের খুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল বের করে কোচবিহারের রাজপথ পরিক্রমা করেন তারা। তাদের অভিযোগ যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষা কর্মীদের উপর সন্ধ্যা বেলা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত যেভাবে রাজ্যের পুলিশ পাশবিক অত্যাচার করেছে, কেউ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এই পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে এই মিছিল বলে জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

টার্গেটে হিন্দু ভোট, মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছেন অভিজিৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটের কথা মাথায় রেখে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছেন তৃণমূল-বিজেপি নেতারা। ৪ মে রবিবার কোচবিহার রাজ আমলের ঐতিহ্যবাহী শিবযজ্ঞ মন্দিরের পুজোয় সামিল হলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। সেখানে তিনি পুজো দেন। এদিন অভিজিৎবাবুর সঙ্গে ছিলেন কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা। পুজো কমিটি। সূত্রের খবর, এবছর শিবযজ্ঞ মন্দিরের পুজোয় ৭৮ তম মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ হচ্ছে। রাজ আমলের ঐতিহ্যবাহী ওই পুজো ও শিবযজ্ঞ ঘিরে জড়িয়ে আছে অগণিত মানুষের ভক্তি, শ্রদ্ধা। সেই যজ্ঞতে অংশ গ্রহণ করতে যান অভিজিৎবাবু। সেখানে গিয়ে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মন্দির কমিটির সাথে মন্দির উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়। সেগুলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন বলে মন্দির কমিটিকে আশ্বাস দেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এইসব কর্মসূচির মাধ্যমে হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকজনের মন জয় করে হিন্দুদের কাছে টানার চেষ্টা করছে তৃণমূল। শিবযজ্ঞ মন্দিরের উন্নয়ন প্রকল্পে ১ কোটি টাকা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই টাকায় সেজে উঠতে শুরু করেছে শিবযজ্ঞ মন্দির।

তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "আমরা কোচবিহার জেলার বিভিন্ন ছোট, বড় সব রকমের মন্দিরগুলোতে যাই। কোথাও গিয়ে পুজো দেই। সেই মতো আজ কোচবিহার রাজ আমলের ঐতিহ্যবাহী শিবযজ্ঞ মন্দির রয়েছে। সেই মন্দিরের উন্নয়নের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ১ কোটি টাকা দিয়েছেন। সেটা দিয়ে উন্নয়নের কাজ চলছে। আজ সেই মন্দিরের ৭৮ তম মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ হচ্ছে। সেখানে গেলাম গিয়ে মন্দিরে পুজো দিলাম। সেখানকার মন্দির কমিটির সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। পরবর্তীতে মন্দিরের উন্নয়ন নিয়ে মন্দির কমিটি যদি মুখ্যমন্ত্রী কাছে কোন রকম দাবি থাকে, আমাকে জানালে তা মুখ্যমন্ত্রীকে নজরে আনব।" কোচবিহার জেলায় মোট ৯ টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। বর্তমানে এর মধ্যে বিজেপির দখলে রয়েছে ছয়টি বিধানসভা। অপরদিকে, তৃণমূলের বিধায়ক রয়েছেন মাত্র ৩ টি বিধানসভা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সব আসনে জয় আনতে এখন থেকেই তৎপর তৃণমূল।।

উদয়নের উপর হামলার চার বছর পরেও দোষীদের শাস্তি চেয়ে মিছিল করল তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ঘটনার পর কেটে গিয়েছে চার বছর। তারপরেও ক্ষোভে ফুসছেন তৃণমূল কর্মীরা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের উপর হামলার চার বছর পর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। ৬ মে, মঙ্গলবার দিনহাটায় ওই মিছিল হয়। ওই হামলায় অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছে বিজেপি নেতা অজয় রায়। তাঁর কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। এছাড়াও বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। মঙ্গলবার রাতে দিনহাটা শহরে এই প্রতিবাদ মিছিল হয়। অভিযোগ, ২০২১ সালের ৬ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর তৎকালিন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও বর্তমান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। হামলায় গুরুতর জখম হন উদয়ন। তাঁর একটি হাত ভেঙে যায়। সেই ঘটনায় বিজেপি নেতা অজয় রায় ওরফে বুড়া সহ বেশ কয়েকজনের নাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। চার বছর পরেও ওই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে শাসক দলের কর্মীদের মধ্যে। ওই ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল হয়। এদিন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও বিজেপি নেতা অজয় রায়ের ওরফে বুড়ার কুশপুতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী।

সমবায় ব্যাঙ্কের সচেতনতামূলক আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সমবায় ব্যাঙ্কের সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। ১৫ মে, বৃহস্পতিবার কোচবিহার কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে দিনহাটায় এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দিনহাটা শহরের নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি সদনে ওই শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। দিনহাটা মহকুমার তিনটি ব্লকের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই আলোচনায় অংশ নেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে তাদের সমবায় ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা, ঋণ প্রকল্প ও গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়। এই শিবির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি দেবর্ষি মুখার্জি বলেন, গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক স্বাবলম্বী করতে ও সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি, ব্যাঙ্কের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করাও এই প্রচেষ্টার অংশ।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মন্ডল, সহ-সভাপতি আব্দুল মজিত মিয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশু ধর।

ফাঁকা বাড়ি থেকে সোনা ও নগদ টাকা চুরির অভিযোগে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে বাড়িতে ঢুকে পুরো ঘর তছনছ করে সোনার গহনা ও নগদ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। ৩ মে শনিবার এমনই অভিযোগ ঘটেছে কোচবিহার-২ ব্লকের খাগড়াবাড়িতে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, স্বামী-স্ত্রী দুজন'ই কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ওই চুরির ঘটনা বলে অভিযোগ। বাড়ির মালিক বাড়ি ফিরে দেখতে পান ঘরের আসবাব লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে রয়েছে এবং আলমারি ভেঙে সমস্ত কিছু ছড়িয়ে আছে। এরপর খবর দেওয়া হয় পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশকে। ওই ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ।

যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দেশ জুড়ে মহড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকেই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেই আবহ ৭ মে, বুধবার সারা দেশে নিরাপত্তা মহড়ার আয়োজন করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই মহড়ার অংশ হিসেবে ৫৪ বছর পর প্রথমবারের মতো দেশজুড়ে 'ক্র্যাশ ব্ল্যাকআউট' ব্যবস্থা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রশাসন গুলিকে। দেশের ২৭ টি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২৫৯ টি জায়গায় এই মহড়া হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। স্বাভাবিকভাবেই দেশজুড়ে এই নির্দেশ ঘিরে কৌতূহল ও উদ্বেগ চড়েছে তুঙ্গে। এই তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ৩১টি জায়গা। সেগুলি হল-কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, হাসিমারা, জলপাইগুড়ি, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং, জলঢাকা, মালদা, গ্রেটার কলকাতা, দুর্গাপুর, হলদিয়া, খড়গপুর, বার্ণপুর-আসানসোল, ফরাক্কা, চিত্তরঞ্জন, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, কোলাঘাট, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কী করণীয় সে বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের সচেতনতার পাঠ দিতে বুধবার এই অসামরিক মহড়া হতে চলেছে। ১৯৭১ সালের পর প্রথম দেশজুড়ে এমন মহড়া হবে। রাজ্য গুলিকে এবিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। মূলত, বিমান হামলা হলে কী ধরনের পদক্ষেপ করতে হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিমান হামলার সময় সাইরেন ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে কিনা, তা মহড়ায় দেখা হবে। এর পাশাপাশি রাতে বিমান হামলা হলে যাতে সমস্ত আলো নিভিয়ে শত্রু পক্ষকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া যায়, তারও মহড়া সেরে রাখতে বলা হয়েছে। এছাড়া সিভিল ডিফেন্স সম্পর্কে নাগরিক ও পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে রাজ্য গুলিকে।

খুনে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবি ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাথাভাঙ্গায় ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসীরা। ৬ মে, মঙ্গলবার বাজারে বিক্ষোভ মিছিল করে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার নয়ারহাট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান তারা। অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে নয়ারহাট বাজারে ঝালমুড়ি বিক্রেতার দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। একটি সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। সেখানে দেখা যায় এক অভিযুক্ত রড দিয়ে পেটাচ্ছে সেই ব্যবসায়ীকে। অভিযুক্তকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। সেই দাবিতে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখান।

ডার্মিকুলের প্রিক্লি হিট ট্যালকের সাথে ট্রাফিকের জ্বলন্ত গরমেও থাকুন ফুরফুরে

দুর্গাপুর: যদি আপনাকেও প্রতিদিন রাস্তায় বেরোতে হয় বিশেষ করে দিনের বেলায় এবং এই ভ্যাপসা গরমে ট্রাফিকের জ্যামে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, তবে নিশ্চয় আপনিও নাজেহাল হয়ে পড়েন। কারণ, এই সময়ে সূর্যের প্রখর তাপের সাথে ক্লান্তি, ঘাম, শরীরের দুর্গন্ধ ও ঘামাচির কারণে চুলকানির মতো অন্যান্য সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। তাই, ডার্মিকুল, ইমামি লিমিটেড, ভারতের অন্যতম প্রিক্লি হিট পাউডার লঞ্চ করে ঘামাচির জন্য সেরা সমাধান হাজির করেছে। ডার্মাটোলজিস্টের অনুমোদন প্রাপ্ত এই পাউডারটি "নিম" ও "তুলসীর"ডবল পাওয়ারের সাথে তৈরী হয়েছে, যা যাত্রীদের এই "চুবতি জলতি গরমি" থেকে স্বস্তি দেবে।

ফলে, কোম্পানি দুর্গাপুরে এই গ্রীষ্মকালীন মরসুমে একটি সুচিন্তিত উদ্যোগ শুরু করেছে। যার অধীনে শহরের প্রধান ট্রাফিক সিগন্যাল-এ অস্থায়ী শেডস্ লাগানো হবে। এতে বাজার হাট করতে বেরনো বা অফিস অথবা স্কুল-কলেজে যাওয়ার জন্য পদযাত্রী, সাইকেল, টু-হুইলার ও গাড়ীর যাত্রীরা গরমের হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাবেন। এই উদ্যোগের অধীনে দুর্গাপুরের নেহরু অ্যাভেনিউ-এর সেপকো টাউনশিপ-এ ডার্মিকুল ওভারহেড ট্রাফিক সিগন্যাল শেডস্ লাগানো হয়েছে।

ডার্মিকুল একইভাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ৩৫টি শহরে এই উদ্যোগের সূচনা করেছে, যেখানে গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ধারাবাহিকভাবে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে থাকে। এই রাজ্যের মধ্যে রয়েছে অন্ধ্র প্রদেশ, তামিল নাড়ু, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও দিল্লি ইত্যাদি।

এমনকি, গরম থেকে দ্রুত নিস্তার পেতে কোম্পানি পথচলতি মানুষকে ডার্মিকুল কুলিং প্রিক্লি হিট ট্যাল্কের স্যাম্পেলও দিয়েছে। গত বছরও, ডার্মিকুল কলকাতা এবং কানপুরে একটি পাইলট উদ্যোগ চালু করেছিল, যা নাগরিকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছিল। পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই বছর আরও বেশি গরম পরবে, তাই কোম্পানি জাতীয় স্তরে ৩৫টি স্থানে সামার ট্রাফিক শেডস্ লাগিয়ে এই উদ্যোগের আরও বিস্তার ঘটাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৪টি শহরের ১০,০০০+ শিশুকে শক্তি যোগাচ্ছে গ্লুকন ডি এর 'এনার্জি কা গোলা'

কলকাতা: কলকাতার নাগরিকরা যখন পরিবর্তিত মরসুমেও নিজেকে সতেজ রাখতে লড়াই করছে, তখন ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত গ্লুকোজ ভিত্তিক এনার্জি ড্রিংক গ্লুকন-ডি, লখনউ, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা এবং মুম্বাই জুড়ে ১০,০০০ এরও বেশি শিশুকে ক্লান্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে। এমনকি, কোম্পানি এই আবহাওয়ায় সকলকে রোগ মুক্ত রাখতে 'এনার্জি কা গোলা'উদ্যোগ চালু করেছে। গ্লুকন-ডি কমলা, আম এবং নিম্বু পানির মতো জনপ্রিয় স্বাদের তিনটি ৭০০ কেজিরও বেশি ঠান্ডা গোলা, ১০০টিরও বেশি খেলার মাঠ এবং স্টেডিয়ামে পরিবেশন করেছে, যাতে শিশুরা খেলাধুলার সময় এনার্জেটিক বোধ করে। "এনার্জি কা গোলা" শিশুদের গ্রীষ্মকালীন যত্নের ক্ষেত্রে সমাধান হিসেবে কাজ করে, কারণ গরম এবং আর্দ্র পরিবেশে শারীরিক পরিশ্রমের ফলে গ্লুকোজের মাত্রা খুব দ্রুত ক্ষয় হয়। গ্লুকোন ডি গ্লুকোজ এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি উপাদান, যা দ্রুত রক্তে শোষিত হয়, তাৎক্ষণিক শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে। এটি বিশেষ করে গরম এবং আর্দ্র পরিবেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে ঘাম এবং শক্তি হ্রাস অব্যাহত থাকে, যা সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। লোকাল ইনফ্লুয়েন্সাররা যেমন ফুড বার, ফ্রু পিঙ্ক উইন্ডো এবং নাসরিন_ অফিশিয়াল এই তাৎক্ষণিক এনার্জিএ তাৎপর্য তুলে ধরতে এবং তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারণার প্রসার করতে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তরুণ অরোরা, সিইও, জাইডাস ওয়েলনেস, বলেন, "গ্রীষ্মের আবহাওয়া যখন চরম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে শিশুদের সুস্থতার দিকে আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া জরুরী। তাই, গ্লুকন-ডি তাৎক্ষণিক শক্তি এবং অনাক্রম্যতা সমর্থন করতে নতুন 'এনার্জি কা গোলা' লঞ্চ করেছে। এটি একটি সময়োপযোগী এবং অ্যাক্সেসযোগ্য সমাধান, যা আমরা বিশেষ করে বর্তমানের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য ডিজাইন করেছি।"

বাজারে এলো কানাড়া রোবেকো-এর নতুন মাল্টিঅ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড

দুর্গাপুর: কানাড়া রোবেকো মিউচুয়াল ফান্ড, ভারতের দ্বিতীয়তম পুরোনো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা, ইতিমধ্যেই তার কানাড়া রোবেকো মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড চালু করেছে। এটি একটি ওপেন-এন্ডেড হাইব্রিড ফান্ড যা ভালো বাজার পরিস্থিতিতে আলফা তৈরি করার এবং খারাপ সময়ে নেতিবাচক ঝুঁকি কমানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ইক্যুইটি, ঋণ, অর্থ বাজার, সোনা এবং রূপা ETF-তে বিনিয়োগ করে। এমনকি, ফান্ডটি বাজারের পরিস্থিতি নেভিগেট করার জন্য একটি সক্রিয় বহু-সম্পদ বরাদ্দ কৌশল ব্যবহার করে, পোর্টফোলিও সারিবদ্ধতা বজায় রাখতে এবং পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কারণগুলির সাথে সাড়া দেওয়ার জন্য পর্যায়ক্রমিক সম্পদ শ্রেণী অপ্টিমাইজেশনের উপর ফোকাস করে। এই নতুন ফান্ড অফার (NFO) ৯ই মে থেকে ২৩ই মে পর্যন্ত সাবস্ক্রিপশনের জন্য খোলা থাকবে। কানাড়া রোবেকো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রজনীশ নারুলা বলেন, "আমাদের এই কানাড়া রোবেকো মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ডটি অফার করে আমরা বাজারের চাহিদা অনুসারে বিনিয়োগকারীদের বৈচিত্র্যময় সমাধান অফার করব। আমরা ক্রমাগত নতুন তহবিল বিকাশের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদেরশক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি পণ্য উন্নয়নে ক্রমাগত উন্নতি এবং উৎকর্ষতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করছি।" এই প্রকল্পটি মোট সম্পদের ৬৫-৮০% ইক্যুইটি এবং ইক্যুইটি উপাদানে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে, অতিরিক্ত তহবিল সোনা ও রূপা ইটিএফ, ঋণ এবং অর্থ বাজার উপকরণগুলিতে বরাদ্দ করা হয়েছে। কানাড়া রোবেকো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের বিক্রয় ও বিপণন প্রধান গৌরব গোয়েল বলেন, "কানাড়া রোবেকো মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড ইক্যুইটি, ঋণ এবং সোনা ও রূপা ইটিএফ ব্যবহার করে একটি গতিশীল সম্পদ বরাদ্দ সমাধান প্রদান করে। অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড (MAAF) - কে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে আমরা স্থানীয় ভাষায় বিপণন উপকরণ এবং একটি র্যা প গানও তৈরি করেছি।"

ওজন কমাতে স্বাস্থ্যকর খাবারের সুপারিশ বিশেষজ্ঞের

কলকাতা: দুটো বড় মিলের মাঝে হঠাৎ খিদে পাওয়া বা অন্য কোনও খাবারের ক্রেভিং সর্বদাই আমাদের ওয়েট ম্যানেজমেন্টে সমস্যা তৈরি করে। অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি ক্রেভিং ওজন হ্রাসে বাধা দেয়। তাই এমবিবিএস এবং নিউট্রিশনিস্ট ডঃ রোহিনী পাতিল নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে অ্যালমন্ড, ফল বা শাকসবজির মতো পুষ্টিকর খাবারকে স্ন্যাকিং হিসেবে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যা কেবল খিদে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে আপনাকে উজ্জীবিত এবং তৃপ্ত রাখে।

সেরা ৫টি স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্পে থাকছে এক মুঠো অ্যালমন্ড বা স্প্রাউটস ভেলের মতো সুস্বাদু খাবার। প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়াম এবং ভিটামিন ই সহ ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ অ্যালমন্ড একটি পুষ্টিকর খাবার যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে। আরেকটি বিকল্প হল মুগ ডাল চিল্লা। এই প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারটি মুগের ডাল দিয়ে তৈরি এবং তেল ছাড়াই রান্না করা যায়। পালং শাক এবং টমেটোর মতো সবজি যোগ করলে এর পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি পায়।স্প্রাউটস ভেল হল অঙ্কুরিত মুগ এবং চানা (ছোলা) দিয়ে তৈরি একটি মুচমুচে এবং টক জাতীয় খাবার। এই স্প্রাউটস ভেল ফাইবার, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ, যা ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত খাবার। এছাড়া পনির কিউব সহ শসার সালাদ একটি সতেজ এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার হিসেবে বেছে নিতে পারেন, যা পেশীর রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে।একটি সুবিধাজনক এবং পুষ্টিকর খাবার হল ভাজা ছোলা। যাতে রয়েছে প্রোটিন, ফাইবার এবং আয়রন, ম্যাগনেসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ। আপনার খাদ্যতালিকায় এই স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, আপনি সহজেই ওজন কমানোর লক্ষ্য পূরণ করতে পারবেন।

কেএফসি-র রাইস বোল শুরু হচ্ছে ৬৯ টাকা থেকে

শিলিগুড়ি: পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাইস বোলজ প্রেমীরা মনোযোগ দিন, কেএফসি-র কাছে আপনার জন্য একটি এপিক অফার রয়েছে! মাত্র ৬৯ টাকা থেকে শুরু করে এপিক মূল্যে আপনার প্রিয় রাইস বোলজ উপভোগ করতে এবার রাজ্যের যেকোনও কেএফসি রেস্তোরাঁয় যান। কেএফসিতেই আপনি পেয়ে যাবেন এপিক স্বাদে, এপিক দামে, এপিক মানের রাইস বোলজ। কেএফসি রাইস বোলজের সঙ্গে স্বাদ নিন সুগন্ধি ভাত, সমৃদ্ধ এবং মশলাদার গ্রেভির নিখুঁত সংমিশ্রণের। সঙ্গে থাকছে কেএফসির-এর ক্রিসপি, জুসি, সিগনেচার মেনু আইটেম।

শুধুমাত্র ৬৯/- টাকা থেকে শুরু হওয়া রেঞ্জের সঙ্গে, চিকেন প্রেমীরা পেয়ে যেতে পারেন চিকেন পপকর্ন রাইস বোলজ। যেখানে থাকছে পপকর্ন চিকেন, ভাত এবং গ্রেভির একটি ফিঙ্গার লিকিং টেস্টি সংমিশ্রণ। যদিও নিরামিষভোজীরা ভেজ রাইস বোলজ উপভোগ করতে পারে, যার টপে থাকছে সুস্বাদু ক্রিস্পি ভেজ প্যাটি। কীসের জন্য অপেক্ষা করছেন? এই এপিক অফারটি উপভোগ করতে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৭৫টিরও বেশি কেএফসি রেস্তোরাঁয় যান শুধুমাত্র ডাইন-ইন-এ।

বিপ্লবী আর্থিক সমাধান প্রদান করতে ট্যালি সলিউশনসের নতুন পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি: ট্যালি সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ভারতের অন্যতম ব্যবসায়িক অটোমেশন সফটওয়্যার প্রোভাইডার, ইতিমধ্যেই নতুন ট্যালিপ্রাইম ৬.০ চালু করেছে। এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) জন্য আর্থিক ক্রিয়াকলাপ সহজ করবে এবং উন্নত সংযুক্ত ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এই আপগ্রেডটি ব্যবসা এবং হিসাবরক্ষকদের জন্য ব্যাংক সমন্বয়, অটোমেশন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করেছে। এটি ই-ইনভয়েসিং, ই-ওয়ে বিল জেনারেশন এবং জিএসটি সম্মতিতে তার দক্ষতার উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা এসএমইগুলিকে সমন্বিত ব্যাংকিং অভিজ্ঞতার সাথে ক্ষমতায়িত করে। ট্যালিপ্রাইমের কানেক্টেড ব্যাংকিং বৈশিষ্ট্যটি অ্যাকাউন্টিং এবং ব্যাংকিংকে একটি একক সিস্টেমে একত্রিত করে, যার ফলে ব্যবহারকারীরা সরাসরি ব্যাংক ব্যালেন্স এবং লেনদেনের আপডেট অ্যাক্সেস করতে পারবেন। অ্যাক্সিস ব্যাংক এবং কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকের সাথে অংশীদারিত্বে, এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবসাগুলিকে আরও স্মার্ট আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে, চটপটে থাকতে, সম্পদের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করতে এবং তাদের আর্থিক কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হল ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ককে নির্বিঘ্ন করে তোলা। এই প্রসঙ্গে, ট্যালি সলিউশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তেজস গোয়েঙ্কা বলেন, "আমরা সবসময়ই এমন প্রযুক্তি তৈরি করার প্রয়াস করি, যা এসএমইগুলির জন্য ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ সহজ করতে সাহায্য করে। আমরা ট্যালিপ্রাইম ৬.০ এর মাধ্যমে ব্যাঙ্কিংকে একত্রিত করে একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করছি, যা ব্যবসাগুলিকে বিভ্রান্তি ছাড়াই ক্ষমতা প্রদান করে, যার ফলে তাদের ৩০-৫০% পর্যন্ত সময় বাঁচানো যায়।" ট্যালিপ্রাইমের স্মার্ট ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন সিস্টেম ব্যাংকিং লেনদেনের সাথে আর্থিক রেকর্ডগুলিকে সুগম করে, দ্রুত রিকনসিলিয়েশন, অডিট চূড়ান্তকরণ এবং রিয়েল-টাইম অপারেশনাল অন্তর্দৃষ্টি সক্ষম করে। এটি মসৃণ নগদ প্রবাহের জন্য UPI পেমেন্টগুলিকেও একীভূত করেছে।

বিশেষ সুগন্ধির সাথে মাতৃ দিবস উদযাপন করছে টাইটান ওয়ার্ল্ড

শিলিগুড়ি: স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে সুগন্ধি একটি অনন্য উপায়, এবং অনেকের কাছেই আবার তাদের মায়ের সুবাস সবচেয়ে বেশি সান্ত্বনাদায়ক। তাই, টাইটান ওয়ার্ল্ড ভারত জুড়ে ১৬৩টিরও বেশি স্টোরে একটি বিশেষ সুগন্ধি তৈরির কার্যক্রমের মাধ্যমে মাতৃ দিবস উদযাপন করছে। ১০ এবং ১১ মে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হল মায়েদের সাথে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করে, স্মৃতির উপর সুগন্ধির স্থায়ী প্রভাবকে তুলে ধরা। এই কিউরেটেড অভিজ্ঞতা গ্রাহকদের তাদের প্রিয় নারীদের - তাদের মায়েদের - সাথে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করতে সাহায্য করবে। তারা অতিথিদের জন্য একটি অনন্য সুগন্ধি মিশ্রণ কার্যকলাপের আয়োজন করছে, যার ফলে তারা প্রয়োজনীয় তেলের একটি কালেকশন ব্যবহার করে একটি ব্যক্তিগতকৃত ৫০ মিলি পারফিউম তৈরি করতে পারবেন। এই অনুষ্ঠানটি একটি অভিজ্ঞতা যা আনন্দ, স্মৃতি এবং সংযোগের গভীর অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। ঐতিহ্যবাহী কেনাকাটার বাইরে গিয়ে এটি অভিজ্ঞতামূলক খুচরা মুহূর্ত তৈরি এবং ভাগ করা অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য ব্র্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এই প্রসঙ্গে টাইটান কোম্পানি লিমিটেডের ঘড়ি এবং পরিধানযোগ্য পণ্যের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান বিক্রয় ও বিপণন কর্মকর্তা শ্রী রাহুল শুক্লা বলেন, "টাইটান একটি অনন্য সুগন্ধি তৈরির অভিজ্ঞতা চালু করছে, যার লক্ষ্য মায়েদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি গড়ে তোলা। আমরা এই কর্মসূচির সাহায্যে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক উদযাপন এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, যা বন্ধনের মূল্যবোধকে মূর্ত করে।" টাইটান ওয়ার্ল্ডের স্টোরগুলিতে সুগন্ধি তৈরির জন্য একটি নির্দিষ্ট জোন থাকবে, যেখানে বিশেষজ্ঞরা গ্রাহকদের সুগন্ধি প্রোফাইল এবং অনন্য সংমিশ্রণের মাধ্যমে গাইড করবেন। কাস্টমাইজড পারফিউমগুলি প্রিমিয়াম বোতলে সরবরাহ করা হবে, যা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য নিখুঁত স্মৃতির চিহ্ন হয়ে থাকবে। এটি উদযাপনের আনন্দ উপভোগ করুন, শুধুমাত্র প্যাটম স্টোরে।

৪৮ কোটি টাকার রাইট ইস্যু পেয়ে ৭৪.৫% লাভ করেছে সত্ত্ব সুকুন

কলকাতা: সত্ত্ব সুকুন লাইফকেয়ার লিমিটেড, একটি বিশিষ্ট অ্যারোমা এবং হোম ডেকোর পণ্য প্রস্তুতকারক, ইতিমধ্যেই শেষ হওয়া চতুর্থ প্রান্তিক এবং বারো মাসের আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করেছে। ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে কোম্পানির নিট মুনাফা ৭৪.৫% বেড়ে ₹৮৪.২২ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ে ৪৮.১৯ লক্ষ টাকা ছিল এবং একই সময়ে এর পরিচালনা থেকে আয় ৬% পর্যন্ত বেড়ে ₹১০৫.১৬ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে।২০২৫ - এর ৩১শে মার্চ, শেষ হওয়া ১২ মাসে কোম্পানির নিট মুনাফা ১০৮.৯% বেড়ে ₹২৪৮.৯৪ লক্ষে দাঁড়িয়েছে, যা গত বছরের ছিল ₹১১৯.০৪ লক্ষ এবং এর পরিচালনা থেকে আয় ৪৮.১% পর্যন্ত বেড়ে ₹৫২৬.৩০ লক্ষে হয়েছে।সত্ত্ব সুকুন লাইফকেয়ার লিমিটেডের এমআইটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর তরুণকুমার ব্রহ্মভট্ট বলেছেন, "সত্ত্ব সুকুনের সাফল্যের পেছনে আমাদের উদ্ভাবনী পণ্য উন্নয়ন, উৎপাদন বিনিয়োগ এবং আমাদের গ্রাহকদের আমাদের প্রতি আস্থার দ্বারা পরিচালিত, যা আমাদের প্রবৃদ্ধির যাত্রাকে আরও মজবুত করেছে।"অন্যদিকে, কোম্পানির রাইটস ইস্যুটি আগামী ২৮ মে খোলা হবে এবং ৬ জুন বাজার ত্যাগ হওয়ার পরে ১১ জুনে এটি বন্ধ হবে। সম্পূর্ণরূপে সাবস্ক্রাইব করা হলে, কোম্পানির বকেয়া শেয়ার ৬৭.২ কোটি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, যা ভবিষ্যতের বৃদ্ধি এবং কৌশলগত বিনিয়োগের জন্য এর মূলধন ভিত্তিকে আরও জোরদার করবে।গত কয়েক প্রান্তিক থেকেই সত্ত্ব সুকুনের আর্থিক পারফরম্যান্স তার কৌশলগত ধারণা, পরিচালনাগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং শক্তিশালী বাজার অবস্থানের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। কোম্পানিটি স্থিতিশীল রাজস্বের বৃদ্ধি, লাভজনকতা এবং প্রিমিয়াম অ্যারোমা ও হোম ডেকোর পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা প্রিমিয়াম মান বজায় রেখে কার্যক্রমের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

মার্কেটে সিএমএফ ফোন টু প্রো বিক্রি শুরু হবে ৫ মে

দুর্গাপুর: লন্ডন-ভিত্তিক প্রযুক্তি কোম্পানি নাথিং-এর সাব-ব্র্যান্ড সিএমএফ, আজ জানিয়েছে যে ৫ মে, দুপুর ১২টা থেকে ফ্লিপকার্ট, ফ্লিপকার্ট মিনিটস, বিজয় সেলস, ক্রোমা এবং ভারতের সকল শীর্ষস্থানীয় রিটেইল স্টোরে পাওয়া যাবে সিএমএফ ফোন টু প্রো। প্রথম দিনে একটি বিশেষ পরিচিতিমূলক অফার হিসেবে, সিএমএফ ফোন টু প্রো সর্বনিম্ন ₹১৬,৯৯৯ টাকায় পাওয়া যাবে (সমস্ত অফার সহ)। সিএমএফ বাই নাথিং ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে বিশ্বব্যাপী ফোন টু প্রো লঞ্চ করে। নাথিং-এর ডিজাইন করা সবচেয়ে পাতলা এবং হালকা এই স্মার্টফোন। ৭.৮ মিমির মাত্র ১৮৫ গ্রামের এই ফোন প্রায় ওজনহীন। এতে রয়েছে উন্নত তিন-ক্যামেরা সিস্টেম, যা ৫০ এমপি টেলিফটো লেন্স ২x অপটিক্যাল জুম এবং ২০x পর্যন্ত আল্ট্রা জুম অফার করে। এছাড়াও, ৮ এমপি আল্ট্রা-ওয়াইড ক্যামেরা ল্যান্ডস্কেপের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ফোনের ষষ্ঠ প্রজন্মে, নতুন আপগ্রেড করা মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭৩০০ প্রো ৫জি প্রসেসর রয়েছে। এতে থাকা একটি ৮-কোর সিপিইউ ২.৫ গিগাহার্জ পর্যন্ত গতিতে কাজ করে।

এই ফোন সাদা, কালো, কমলা এবং হালকা সবুজ রঙে পাওয়া যাবে। ভেরিয়েন্ট অনুযায়ী দাম হবে ৮+১২৮ জিবি - ১৭,৯৯৯ টাকা (ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ অফার সহ), ৮+২৫৬ জিবি - ১৯,৯৯৯ টাকা (ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ অফার সহ)। তবে ৫ মে একটি বিশেষ পরিচিতিমূলক অফারে ৮+১২৮ জিবি ভেরিয়েন্টের দাম থাকবে ১৬,৯৯৯ টাকা এবং ৮+২৫৬ জিবি ভেরিয়েন্টের দাম থাকবে ১৮,৯৯৯ টাকা (সমস্ত অফার সহ)। এছাড়াও এক্সচেঞ্জ অফার পাওয়া যাবে।

তিনটি ভারত কেন্দ্রিক তহবিল চালু করে গিফট সিটির কার্যক্রম শুরু করেছে বন্ধন এএমসি

কলকাতা: বন্ধন এএমসি লিমিটেড, ভারতের অন্যতম সম্পদ ব্যবস্থাপক, তার আইএফএসসি শাখার মাধ্যমে জিআইএফটি সিটিতে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। এখানে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা বিদেশী নাগরিক, পারিবারিক অফিস, সরকারি প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, এনডাউমেন্ট তহবিল, এবং অনাবাসী ভারতীয়রা (NRI) ইক্যুইটি-ভিত্তিক বন্ধন ইন্ডিয়ার লার্জ অ্যান্ড মিড-ক্যাপ ফান্ড বা স্মল ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ করে প্রবৃদ্ধির যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এখানে, বন্ধন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ ফান্ড একটি নিরাপদ স্থির আয় তহবিল অফার করেছে। এই কর-দক্ষ বিনিয়োগ বিকল্পগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ট্র্যাক রেকর্ড খুঁজছেন এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য একেবারে উপযুক্ত।

বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড (BMF) এর তিনটি অন্তর্নিহিত তহবিলে বন্ধন এএমসির একটি শক্তিশালী পারফরম্যান্স ট্র্যাক রেকর্ড এবং AUM রয়েছে। বন্ধন ইন্ডিয়া, লার্জ অ্যান্ড মিড-ক্যাপ ফান্ড (IFSC) হল বন্ধন কোর ইক্যুইটি ফান্ডের একটি ফিডার ফান্ড, যা মণীশ গুণওয়ানি দ্বারা পরিচালিত একটি ওপেন-এন্ডেড ইক্যুইটি স্কিম। এই তহবিলের লক্ষ্য মধ্যমেয়াদে অতি সামান্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি ক্ষেত্রগুলিতে উচ্চ মানের স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করা। ফান্ডটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তহবিল প্রকাশ করে লিকুইডিটি এবং মৌলিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। বন্ধন গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ ফান্ড (IFSC) হল একটি ফিডার ফান্ড যা বন্ধন গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ ফান্ড - ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান - এ বিনিয়োগ করে, যা ২০০২ সালে চালু হওয়া একটি ওপেন-এন্ডেড ঋণ প্রকল্প, যার পরিচালনা করেন সুয়াশ চৌধুরী। বন্ধন এএমসির সিইও বিশাল কাপুর জানিয়েছেন, "গত কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় বাজারে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করেছি, ফলে আমরা এই বন্ধন এএমসি গিফট সিটিতে তিনটি ইন্ডিয়া ফোকাসড ফান্ড চালু করেছি, যা আন্তর্জাতিক ইক্যুইটি বাজারে অথবা ভারতের নিরাপদ সরকার-সমর্থিত সিকিউরিটিজ বাজারে যোগদানের সুযোগ অফার করে। বন্ধন এএমসির ২৫ বছরের ঐতিহ্য এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার সাথে সমর্থিত এই তহবিলগুলি বিনিয়োগকারীদের ভারতীয় বাজার সম্পর্কে গভীর ধারণা থেকে উপকৃত করার লক্ষ্যে কাজ করে।"

রেমিডিয়াম লাইফকেয়ার রাইটস ইস্যুতে ব্যাপক গতি

কলকাতা: রেমিডিয়াম লাইফকেয়ার লিমিটেড, একটি দ্রুত বর্ধনশীল ওষুধ কোম্পানি, একটি রাইটস ইস্যু জারি করেছে, যা তাদের প্রবৃদ্ধির যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ইস্যুটি বিনিয়োগকারী এবং শেয়ারহোল্ডারদের থেকে অসাধারণ সাড়া পেয়েছে, যা দ্বিতীয় দিনের শেষে ২৬.০৩% সাবস্ক্রিপশন অর্জন করেছে। কোম্পানি, তার সংগৃহীত মূলধন বিশ্ব জুড়ে সম্প্রসারণকে জোরদার করতে, আন্তর্জাতিক উপস্থিতি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। এটি কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এর ব্যালেন্স শিটকে শক্তিশালী করে তুলবে এবং বিশেষ রাসায়নিক ও ওষুধ শিল্পে এটিকে একটি শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। এর প্রতিটি শেয়ারে ₹১ মূল্যে একটি রাইটস ইস্যু অফার করা হয়েছে, যার অর্থ গবেষণা ও উন্নয়ন সম্প্রসারণ, চুক্তি উৎপাদন সম্প্রসারণ, গবেষণা বিনিয়োগ এবং বিশ্বব্যাপী বাজারে প্রবেশের জন্য ব্যবহার করা হবে। রেমিডিয়াম লাইফকেয়ার লিমিটেডের পূর্ণকালীন পরিচালক আদর্শ মুঞ্জাল বলেন, "এই পদক্ষেপ কেবল আমাদের আর্থিক স্বাস্থ্যের উন্নতিই করবে না বরং বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি সম্প্রসারণ এবং গবেষণা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে আরও উল্লেখযোগ্য করে তুলবে। এই পদ্ধতিটি আমাদের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য নিশ্চিত করবে।" ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক একটি পরিবেশকের কাছ থেকে কোম্পানি ১৮২.৭ কোটি টাকার বহু-বার্ষিক রপ্তানি আদেশ অর্জন করে, যা এটিকে অ্যান্টি-ইনফেকটিভ, কার্ডিওভাসকুলার এবং সিএনএস থেরাপিউটিক বিভাগে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারমিডিয়েটের একটি বিশ্বস্ত বিশ্বব্যাপী সরবরাহকারী হিসাবে স্থান দেয়। রাইটস ইস্যুতে অংশগ্রহণ কেবল মূলধন অবদানের প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং এটি সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বর্ধিত কর্মক্ষম নমনীয়তা এবং কৌশলগত বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দেয় এমন একটি কোম্পানির সাথে সামঞ্জস্য প্রতিফলিত করে।

গ্লেনমার্ক ফাউন্ডেশনের 'মেরি পৌষ্টিক রসোই' সিজন ৭ অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চ্যাম্পিয়ন

কলকাতা: আইডোব্রো ইমপ্যাক্ট সলিউশনসের সঙ্গে মিলিতভাবে গ্লেনমার্ক ফাউন্ডেশন, সফলভাবে "মেরি পৌষ্টিক রসোই"-এর সপ্তম সিজন সম্পন্ন করেছে। এটি হল অপুষ্টি মোকাবিলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একটি রেসিপি প্রতিযোগিতা। "বাচ্চা না রহে কুপোষিত, জব খানা বনে পৌষ্টিক" ("কোন শিশু অপুষ্টিতে ভুগবে না, যখন খাবার হবে পুষ্টিকর") এই থিমের অধীন এই উদ্যোগটি ২৩টি রাজ্য এবং ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ৮৫০টির বেশি এন্ট্রি পেয়েছে। শেফ এবং পুষ্টিবিদদের একটি প্যানেল ২৫ জন ফাইনালিস্ট নির্বাচন করেছেন, যারা মুম্বাইয়ে একটি গ্র্যান্ড কুক-অফে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এনজিও, পেশাদার, স্বতন্ত্র, শিক্ষার্থী এবং গ্লেনমার্ক কর্মচারী-সহ বিভিন্ন বিভাগ থেকে বিজয়ীদের নির্বাচন করা হয়েছিল। বিজয়ী রেসিপিগুলিতে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার তৈরি করতে স্থানীয় উপাদানের উদ্ভাবনী ব্যবহার করা হয়েছিল। গ্লেনমার্ক ফাউন্ডেশন প্রকল্প কবচের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে পুষ্টির প্রতি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেয়, যার লক্ষ্য ০-৬ বছর বয়সী শিশু ও গর্ভবতী/স্তন্যদানকারী মায়েদের অপুষ্টি দূরীকরণ। আয়োজক ও বিচারকরা অপুষ্টি মোকাবিলায় রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন, যা স্থায়ীভাবে পুষ্টি সংক্রান্ত প্রচারে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় খাবারের ভূমিকার উপর জোর দেয়।

প্রবল বৃষ্টিতে রাজবাড়ী চত্বরে জমেছে জল

সিবিএসই তে কেমিস্ট্রিতে কম নম্বর হতাশায় আত্মঘাতী ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সিবিএসই পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ১৩ মে, মঙ্গলবার এমনই ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের কোতয়ালি থানার ম্যাগাজিন রোডে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম প্রিয়াংশু ঘোষ মজুমদার (১৬) কোচবিহারের একটি বেসরকারি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিল প্রিয়াংশু। মঙ্গলবার ছিল সিবিএসই পরীক্ষার ফল প্রকাশ। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ফল প্রকাশের পরে জানা যায় কেমিস্ট্রি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল সে। তিন মাস পরে ফের এবিষয়ের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকলেও ফলাফল জানার পরে মনমড়া হয়ে পড়েছিল দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্র। তারপরেই পড়ার ঘরে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কোতয়ালি থানার পুলিশ জানায় দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা। পুলিশ জানিয়েছে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ফলাফল খারাপ হওয়ার জেরে মানসিক অবসাদে এই ঘটনা ঘটতে পারে। বেসরকারি স্কুলের অধ্যক্ষ সোমা তারণ দত্ত বলেন, “পড়াশোনায় খুব মেধাবী না হলেও এমনিতে খুব শান্ত স্বভাবের ছিল এই ছাত্র।” ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া কোচবিহারে।

বৃষ্টিতে ভাসল শহর কোচবিহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কয়েক ঘন্টার টানা বৃষ্টিতে জলবন্দি হয়ে পড়ল কোচবিহার শহর। ১৪ মে, মঙ্গলবার রাতে বৃষ্টি হয় শহরে। ১৫ মে, বুধবার সকালেও বৃষ্টি হয়। ওই বৃষ্টির জেরে শহরের ১, ২, ৩, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক জায়গায় জল বেঁধে যায়। অভিযোগ, রাজবাড়ির সামনে, মিনি বাসস্ট্যান্ড মোড় এলাকায় দীর্ঘসময় জল দাঁড়িয়ে থাকে। তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, “বৃষ্টি একটু বেশি হওয়ায় শহরের দুই একটি জায়গায় কিছু সময় জল দাঁড়িয়ে পরে। বৃষ্টি কমলেই তা আবার তা নেমেও যায়।” বাদিন্দার অবশ্য অভিযোগ করেছেন, শহরের নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার জন্যেই জলবন্দি হয়ে পড়ছে। এমনকী খোদ তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিকও হোয়াটস আপ মাধ্যমে জানিয়েছেন, কোচবিহার শহরের একাধিক হাইড্রেনের অবস্থা খারাপ। জল বেরোনোর রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চেয়ারম্যান দাবি করেন, বড় নিকাশিগুলি পরিষ্কারের জন্য ৪২ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কাজও শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে শহরে আরও একাধিক অত্যাধুনিক হাইড্রেন করার জন্য ৪৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে পাঠানো হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, “বড় প্রকল্প অনুমোদন পেলে নিকাশির সমস্যা পুরোপুরি মিটে যাবে বলেই আশা করছি।”

প্রত্যেক বছর বর্ষার সময় কোচবিহার শহরের বেহাল অবস্থা হয়। মঙ্গলবার রাতের বৃষ্টিতে শহরের একাধিক জায়গায় জলে জমে যায়। অভিযোগ, নিউ সিনেমা হলের পিছনের নিকাশি ভেঙে পড়েছে। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি কালভার্টের নিচে আবর্জনা জমে থাকায় জল বেরোতে পাচ্ছে না। এছাড়া একাধিক বড় নিকাশির মুখ বন্ধ হয়ে আছে বলে অভিযোগ। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, ১৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জল বের করতে বড় নিকাশির মুখ খুলে দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন পুরকর্মীরা।

গ্রামে পাকা রাস্তা তৈরির উদ্বোধন অভিজিতের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীর্ঘদিনের দাবি মেনে পাকা রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। কোচবিহারের জেলার তুফানগঞ্জের বারোকোদালি গ্রামে ওই রাস্তা তৈরি হবে। ১৩ মে, মঙ্গলবার ওই কাজের সূচনা করেন কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অবশেষে দাবি পূরণ হয়েছে। লাঙ্গলগ্রাম থেকে দেবগ্রাম পর্যন্ত এগারো কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা হয়েছে মঙ্গলবার। অভিজিৎ জানান, ওই রাস্তা পাকা করার জন্য দীর্ঘদিনের দাবি ছিল গ্রামবাসীদের। সেই দাবিকে মাথায় রেখেই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে গ্রামে। এতে খুশি এলাকাবাসীরা। জানা গেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে এই রাস্তাটি।

টোটো উল্টে জখম চার, পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটো উল্টে গুরুতর জখম হয়েছেন ৪ যাত্রী। ১১ মে, রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ- ১ নং ব্লকের দেওচরাই হাসপাতাল মোড় এলাকায়। ঘটনায় পর জখমদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে স্থানীয়রা দেওচরাই হাসপাতালে মোড় এলাকায় ট্রাফিকের দাবিতে রাজ্যসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহত ওই চার জনের নাম লক্ষ্মী বর্মন, অম্বেষা বর্মন, সুব্রত বর্মন ও আদিত্য বর্মনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয় কর্তব্যরত চিকিৎসক। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি বলরামপুর এলাকায়। অভিযোগ, জাতীয় সড়কে টোল ট্যাক্সের ভয়ে তুফানগঞ্জ থেকে বলরামপুর চৌপথি হয়ে অনেক গাড়ি সোজা দেওচড়াই হাসপাতাল মোড়ে গিয়ে উঠে দিনহাটার দিকে রওনা দেয়। আবার কোন কোন গাড়ি দেওচরাই মোড় থেকে হাসপাতাল মোড় হয়ে দিনহাটার দিকে রওনা দেয়। সেই সময় ওই তেপথী এলাকাতেই টোটো উল্টে দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে জানান গিয়েছে। অভিযোগ, ওই তেপথি এলাকায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটে। একাধিকবার ওই তেপথি এলাকায় ট্রাফিকের দাবি করলেও কর্ণপাত করেনি পুলিশ প্রশাসন। তাই বাধ্য হয়ে অবরোধে সামিল হয়েছেন তারা। পরবর্তীতে পুলিশ পৌঁছে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তুলে দেন।

দুর্ঘটনাগ্রস্থ টোটোতে থাকা অমলেশ বর্মন নামে এক যাত্রী জানান, তারা চালক সহ টোটোতে সাতজন ছিলেন। মারুগঞ্জের আমলাগুরি থেকে বলরামপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। দেওচড়াই হাসপাতাল মোড় তেপথি এলাকায় টোটোটি পৌছলে বলরামপুরের দিক থেকে একটি দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান চলে আসে। টোটো এবং পিকআপ ভ্যানটি একেবারেই মুখোমুখি সংঘর্ষের মুহূর্তে টোটোটি ব্রেক চাপলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। ওই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। পরে

ফের ভাঙ্গন গেরুয়া শিবিরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের ভাঙন গেরুয়া শিবিরে। এবারে কোচবিহারের দিনহাটার নয়ারহাটের একটি জনসভা থেকে বিজেপি ছেড়ে ১০০ টি পরিবার যোগ দিল তৃণমূলে। ৩ মে, শনিবার ওই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বরা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটের সময় দিনহাটা নয়ারহাট এলাকায় থেকে ব্যাপক হারে জয়লাভ করে তৃণমূল। তারপর থেকে কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। সেই কারণে বিজেপির জেলা বা ব্লক নেতৃত্বরা স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব বা কর্মীদের সাথে কোন যোগাযোগ করে না বলেও অভিযোগ। তাই বিজেপি নেতৃত্বদের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিজেপি ছেড়ে ১০০ টি পরিবার যোগ তৃণমূল কংগ্রেসে। এদিন তৃণমূল ব্লক সভাপতি ও দলের নেতারা নবাগতদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসা এক কর্মী জানান, লোকসভা ভোটের পর থেকে বিজেপি দলের কেউ ঠিক মতো যোগাযোগ করে না। কর্মীরা কেমন আছে তাও কোন দিন জানতে ফোন পর্যন্ত করেন নি। এছাড়া গ্রাম বাংলায় রাস্তা, ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট থেকে শুরু করে পানীয় জল, গরীবের জন্য আবাস যোজনার ঘর যেভাবে উন্নয়ন করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেই উন্নয়নের অনুপ্রাণিত হয়ে আজ আমরা নয়ারহাট এলাকা থেকে প্রায় ১০০ টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করলাম।

এদিন এবিষয়ে দিনহাটা-২ নং ব্লকের সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য্য জানান, মানুষ আমাদের উন্নয়ন দেখে তৃণমূলে যোগদান করছে। কারণ বিজেপি একটা সাম্প্রদায়িক দল। সেই দলে সাধারণ মানুষ থাকতে পারে না। আর এলাকায় তাদের নেই কোন উন্নয়ন। কি কারণে মানুষ বিজেপি করবে। তাই বিজেপি ছেড়ে মানুষ তৃণমূলে আসছে। বিজেপির দাবি, বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখিয়ে দলে টেনেছে রাজ্যের শাসক দল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাওয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96